আজ শোকাবহ রোভার দিবস

বাংলাদেশের রোভার স্কাউট সদস্যদের কাছে একটি শোকাবহ দিন । ১৯৯৭ সালের ২৩ শে অক্টোবর দিনটি ছিলো রোভার লিডার এবং রোভার স্কাউটস সদস্যদের সবার কাছে একটি স্বপ্নের দিন । সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক ও ৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট এ অংশগ্রহন করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল মেহেরপুর জেলা রোভার । জেলা রোভার থেকে ৪ টি টিমে ৩৬ জন সদস্য রোভার মুটে অংশগ্রহনের জন্য মেহেরপুর জেলার রোভাররা আনন্দের প্রহর গুনতেছিল আর সেই সাথে রোমাঞ্চকর এক অধ্যায়ের আগমনের বার্তা অনুভব করছিলো। অবশেষে এসে গেল ১৯৯৭ সালের ২৩ শে অক্টোবরের সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি।

রোভার মুটে অংশগ্রহনকারীরা বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে জমায়েত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরে। আনন্দঘন পরিবেশে মুটে অংশগ্রহনকারী চারটি দল মেহেরপুর সরকারি কলেজ রোভার দল, মুজিবনগর সরকারি কলেজ রোভার দল, মেহেরুল্লা মুক্ত রোভার দল, ও মুন্সি জমিরউদ্দীন মুক্ত রোভার দল উপস্থিত হলো। ১৯৯৭ সালের ২২শে অক্টোবর রাত ৯.০০ টার সময় চারটি দলের মোট আটজন করে রোভার এবং একজন রোভার নেতা সহ সবাই রিজার্ভ করা একটি মিনিবাস মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ফেরীঘাটে দীর্ঘসময় যানজটে আটকে থাকার পর গাড়িটি ঘাট পার হয় তখনও রোভার সদস্যের কেউ ঘুমায়নি সারারাত আনন্দ উল্লাস করে সময় পার করছিলো। কেউ ভাবতে ও পারেনি তাদের জন্য সামনে কি ভয়াবহ এক ট্য্যজিডি অপেক্ষা করছে।

ফেরী পার হওয়ায় পর সবার চোখে তখন ঘুমের ভাব এসেছিল সেই সময় আর কোন যানজট ছিল না। ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক হাজী রমজান আলী ড্রাইভারকে গাড়ি ধীরে চালানোর জন্য অনুরোধ করার পরও তিনি র্কণপাত করেননি। ২৩ শে অক্টোবর ভোরে রোভারদের বহনকারী গাড়িটি ধামরাই এর জয়পুর নামক স্থানে পৌছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই পাঁচজন রোভার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা সমগ্র বাংলাদেশের রোভারদের জন্য শোকাবহ হয়ে ওঠে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তৎকালীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শরীর চর্চা শিক্ষক ও রোভার লিডার রমজান আলী,

মুজিবনগর কলেজের রোভার ইউনিট লিডার আনোয়ার স্যারসহ অনেকেই আহত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুতর আহত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রোভার ফারুক হোসেন। ঘটনাস্থলে নিহত হন রোভার মোঃ মাসুম হোসেন, রোভার মোঃ মনিরুল ইসলাম, রোভার মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, রোভার জাভেদ ওসমান, পিএস ও রোভার এস এম আমিনুল ইসলাম।

লাক্কাতুরা ক্যাম্পে যখন এ খবর পৌছায় তখন সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। ২৩ তারিখ সেখানে শোক পালন করা হয়। বাংলাদেশের রোভার স্কাউটস ইতিহাসে এই দিনটি চিরদিন স্বরণীয় হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বেশী আহত হয় ফারুক হোসেন তখন মেহেরপুর সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং রোভার দলের একজন সক্রিয় সদস্য। সেদিন সম্পর্কে ফারুক বলেন, ২৩ শে অক্টোবর ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে আমি ঘুমিয়ে যায়, যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন আমি হাসপাতালের বেডে যা পরবর্তীতে জানতে পারি ।

প্রথমে আমি কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। পরে জানতে পারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমি দীর্ঘ ৭৫ দিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার অবস্থা সদ্য ভুমিষ্ট শিশুর মতো। আমার নিজে থেকে কোন কাজ করার ক্ষমতা ছিলো না। ওঠা, বসা, খাওয়া, কথা বলা, লেখার কোন ক্ষমতা ছিলোনা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ তিনমাস আমি বিছানায় কাটিয়েছি। আমার সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল মাথাসহ বামপাশে। কানসহ অর্ধেক জায়গায় কোন চামড়া ছিলনা ।

পায়ের উরু থেকে চামড়া নিয়ে পরে সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। আমি যতদিন বেচে থাকবো ততদিন আমাকে এই স্মৃতি মনে থাকবে। সেই সময় তৎকালীন মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ আমাকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বৃটেন সফররত তিনি সেখান থেকে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং নিয়মিত খোঁজ খবর নিতেন ।

বাংলাদেশ রোভার অঞ্চলের সম্মানিত স্যাররা সবসময় আমার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছেন। আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে লেখাপড়া সম্পন্ন করেছি। তিনি আরও বলেন, স্কাউটস আমার প্রাণ, আমার বাঁচার অনু প্রেরণা। ফারুক হোসেন বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন । তিনি ২০১৮ সালে জেলার শ্রেষ্ট শিক্ষক নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি সরকারিভাবে

ভিয়েতনাম সফর করেন।

তিনি বর্তমানে কাব শাখাতে সিএএলটি সম্পন্নকারী। তিনি বর্তমানে উপজেলা কাব লিডারের দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছু জয় করা যায় তার বড় প্রমাণ আমি নিজেই। আল্লাহু আমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন। মর্মান্তিক সেই দিনটিকে স্বরণ রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের একটি প্রতিনিধি দল ২০১৮ সালের ২৩ শে অক্টোবর মেহেরপুর জেলার শহীদ রোভারদের স্মতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পন করেন, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে শরীক হন। রোভার অঞ্চলের পক্ষ থেকে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা উপহার এবং প্রাইজবন্ড প্রদান করেন ১৯৯৭ সাল থেকে মেহেরপুর জেলা রোভার প্রতিবছর এই দিনটি পালন করে আসছে। সেই থেকে জেলা রোভারের দাবী ছিল এই দিনটি রোভার অঞ্চল থেকে পালন করার।

দীর্ঘদিনের দাবীর সাথে একমত হয়ে রোভার অঞ্চলের তৎকালীন সম্পাদক প্রফেসর এ কে এম সেলিম এবং রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ডঃ কে এম এ এম সোহেলের নেতৃত্বে প্রতিবছর রোভার অঞ্চল এই দিনটিকে তাদের কর্মসূচী হিসেবে পালন করে আসছে যা মেহেরপুর জেলা রোভারের জন্য অত্যান্ত গর্বের বিষয়। স্বাধীনতার পুন্যভুমি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সেই মুজিবনগর তথা মেহেরপুরের জন্য এটাও একটি বড় পাওয়া। ৫ জন শহীদ রোভারের জন্য মেহেরপুরের নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে নির্মিত হয়েছে শহীদ রোভার স্মতিসৌধ। তাদের কবরগুলো আছে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে।

গাংনীর ২২ টি পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে শাহিদুজ্জামান শিপু

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ২২ টি পূজামন্ডব পরিদর্শন করেন ছাত্রনেতা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহীদুজ্জামান শিপু।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে চিৎলা নিত্যান্দপুর পূজা মন্দির থেকে পরিদর্শন শুরু করেন ছাত্রনেতা শিপু। এসময় প্রতিটি পুজা মন্ডপে আর্থিক সহায়তা করেন।

গাংনী উপজেলার পূজামন্ডব পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আলাল উদ্দিন রিন্টু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বলসহ নেতা কর্মীরা।

এসময় শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন,অসমপ্রদায়িক বাংলাদেশ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। বিএনপি জামাত মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বাদিয়ে মানুষের মাঝে দুরুক্ত সৃষ্টি করে। তারা ধর্মের দোহায় দিয়ে ফ্যাসাদ করে। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে সকল মানুষ তাদের স্নস্ব ধর্ম পালন করতে পারে। আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন।
২২ টি পুজা মন্ডপে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন শাহিদুজ্জামান শিপু। এবং প্রত্যেক মন্ডপের ঢাকী বাদকদের ১ হাজার টাকা করে বকশিশ প্রদান করেন।

উপজেলার কুচুইখালী পূজামন্ডব, কসবা পূজামন্ডব, হাড়িয়াদহ পূজামন্ডব, চাঁনপুর পূজামন্ডব, রায়পুর পূজামন্ডব, আমতৈল পূজামন্ডব, ভোলাডাঙ্গা পূজামন্ডব, শিমুলতলা পূজামন্ডব, বাউট পূজামন্ডব, বামুন্দী পূজামন্ডব, ভোমরদাহ পূজামন্ডব পরিদর্শন পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীদের নিয়ে।

গাংনীর ধলা মাঠে কৃষকের ফসল কেটে তসরুপ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া ধলা মাঠে কৃষকের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

শনিবার দিবাগত ধলা গাড়াবাড়ীয়া মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা সহিদুল ইসলামের ছেলে মফিজুল ইসলামের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির বেগুন ও কপি কেটে তসরুপাত করেছে

দুর্বৃত্তরা।

মফিজুল ইসলাম জানান, আমি বিভিন্ন যায়গা থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করে উদ্যোক্তা প্রথম কপি এবং বেগুন চাষ করি। এমন অবস্থায় আমার বিক্রয় উপযুক্ত ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। আমি লোন নিয়ে আবাদ পরিচালনা করেছি দুইদিন আগে এই ফসলের দাম বলে গেছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আর আজ তা আর নাই।আমি একদমই শেষ হয়ে গেলাম।কিভাবে লোন পরিশোধ করবো আর কিভাবে সংসার পরিচালনা করবো ভেবে পাচ্ছি না।আমি আজগর,আজগরের ছেলে রাজীব গোভীপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম, ধলা গ্রামের নাসিরের ছেলে হুদা মিয়া,গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আইলহকের ছেলে চঞ্চল ইসলামের কঠিন শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমার পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে আমার এত বড় ক্ষতি করেছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় একই মাঠের কৃষক কুদ্দুস মিয়া জানান এই কপি এবং বেগুন কেনার জন্য দালালরা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাম দিয়ে গেছে আর সেই ফসল তারা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এত বড় ক্ষতি কিভাবে সয্য করবে, আমি তাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আইনের আওতায় এনে কঠোর বিচার দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে মফিজুলের জামাই শহিদুল জানান আমার ভাই আজগর জমির কাগজ জ্বাল করেছে এ নিয়ে কোর্টে দেওয়ানি এবং ফোজদারি মামলা চলমান আছে। সে বিদেশে থাকে কিন্তু তার ছেলে রাজীব, গোভীপুরের নজরুল ইসলাম, ধলার হুদা ও চঞ্চল সহ এরা কিছুদিন আগেও জসিতে যেয়ে হুমকি প্রদান করেন।এবং জমিতে চাষ করতে বাধা দেয়। কিন্তু আমরা মামলা করেছি কোর্ট থেকে রায় না হওয়া পর্যন্ত দখল ছাড়বো না। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা এভাবে জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। এর সঠিক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর কৃষকের মুখে এখন হতাশার ছায়া। তারা শঙ্কায় আছে কখন না জানি তাদেরও ফসল কর্তন করে দেয়। তবে তারা জোর দাবি জানিয়েছে এ সমস্ত লোক কে আইনের আওতায় না আনলে আগামীতে এমন অনেক কৃষকের কপাল পুড়িয়ে দেবে।পথে বসিয়ে দিবে কৃষকদের।

স্থানীয় একই মাঠের কৃষক লাল্টু,মনিরুল,মিজারুল,সহিদুল, কুদ্দুস সহ অনেকেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার রাতে কালাচাঁদপুর ঈদগাহ মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

কালাচাঁদপুর ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে ফুটবল টুর্নামেন্টর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে কালাচাঁদপুর ঈদগাহ মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে একদিকে অংশগ্রহণ করে ছোট ভাই একাদশ অপরদিকে ইলেভেন একাদশ।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের



সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সৌজন্যে মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার ২১ অক্টোবর বিকালে মেহেরপুর সিনেমা হলে প্রদর্শিত সিনেমাটি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সকল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে উপভোগ করেন।

মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি দেখার পর মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন এই সিনেমাটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা অর্জন করেছি। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একজন সঠিক নেতা হতে হলে কতটুকু পরিশ্রমী, ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন যা আমরা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে খুঁজে পাই। আমি সকলকে আহ্বান করবো এই সিনেমাটা দেখার জন্য।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান করবো বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে জানতে হলে তার আদর্শকে জানতে হলে এই মুজিব একটি জাতির রুপকার সিনেমাটা দেখা খুবই জরুরি ও অত্যাবশ্যক।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ মেহেরপুর জেলা যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।



মুজিবনগরে ভারতীয় পেঁয়াজবীজ সহ আটক-১

মুজিবনগর থানায় আটক সেলিম
জাহাঙ্গীর

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভারতীয় পেঁয়াজের বীজ সহ সেলিম জাহাঙ্গীর নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। শনিবার (২১ অক্টোবর) ভোর সাড়ে চারটার সময় মুজিবনগর উপজেলার মাঝপাড়া গ্রাম থেকে সেলিম জাহাঙ্গীরকে সাত বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজের বীজসহ আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। উদ্ধারকৃত পিঁয়াজ বীজের আনুমানিক বাজার মূল্য ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা।
মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার এসআই ইসরাফিলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযানে মুজিবনগরের মাঝপাড়া গ্রামের মৃত ছমীর উদ্দিনের ছেলে বাবর আলীর বাড়ির সামনে থেকে সাত বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজবীজ সহ সেলিম জাহাঙ্গীর নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সেলিম জাহাঙ্গীরের ৩-৪ জন সহযোগী পালিয়ে যায়।
এ সময় তাদের মাধ্যমে চোরাচালান হয়ে আসা ৫৬ কেজি পেঁয়াজ বীজ জব্দ করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, ‘সীমান্ত



দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ বীজের একটি চালান অবৈধভাবে আসছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে একজন চোরা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তার সহযোগীদের আটকের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের পূর্বক সেলিম জাহাঙ্গীরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

এসডিজি অর্জনের নারীরা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত
মতবিনিময় সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

শনিবার ২১ অক্টোবর দুপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর আয়োজনে ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এসডিজি অর্জনে “আমরা করবো জয়” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হবে। এস ডি জি (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট) বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে



সক্ষম হয়েছে। আর এতে নারীদের অবদান ব্যাপক। দেশের গ্রস ইকোনমির অগ্রগতিতে সিংহভাগই নারীদের অবদান।’

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিএএমপিই এর পরিচালক (ঢাকা) ড.মোস্তাফিজুর রহমান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমীন এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

এছাড়াও এসময় সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম,জেলা তথ্য অফিস আব্দুল আল মামুন, রুপান্তর এর পরিচালক (খুলনা) মিজানুর রহমান পান্না,মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদ,ফাহিমা আক্তার ছবি, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে খুলনার জনপ্রিয় সঙ্গিত গোষ্ঠী রুপান্তরের পরিবেশনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে একটি পট গান পরিবেশিত হয়। পরে মউকের উদ্যাগে ২৮ টি দুস্থ পরিবারকে একটি করে ছাগল উপহার দেওয়া হয়।

ফিলিস্তিনে গনহত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত হামলা ও গনহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর এলাকায় শহরের বিভিন্ন মসজিদের



মুসুল্লী ও ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের অংশগ্রহনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও গাংনী দারুস সালাম জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-০২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম,গাংনী দারুস সুন্নাত জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মহাসেন হাজী,মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা প্রমূখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা করা হচ্ছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মুসলিম জনতা অংশগ্রহন করে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ইসরাইলি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেন বক্তারা। শেষে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে গাংনী উপজেলার সনাতন ধর্মাবলম্বী মন্দির কমিটির নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার বেলা ১১ টায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও

মানববন্ধন করেন তারা।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কনফারেন্সে মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজারীদের কটাক্ষ করে মিথ্যা বক্তব্য প্রদান এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদানের বন্টনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান বক্তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে গাংনী উপজেলার ২২টি মন্দিরের বরাদ্দকৃত অনুদানের মালামাল অশোক চন্দ্র বিশ্বাস তুলে এনে উপজেলার ৯টি মন্দিরে না দিয়ে চরম অন্যায় করেছে।

অনুদান না পাওয়া ৯টি মন্দির হলো ষোলটাকা দাসপাড়া কালি মন্দির, ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দুর্গা মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া দুর্গা মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালি মন্দির, গাংনী দাসপাড়া কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা এসময় অশোকচন্দ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি শ্রী সুশান্ত কুমার পাত্রের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের



ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ঠিকাদার শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছেন ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি।

গত বৃহস্পতিবার দেবাশীষ বাগচী মেহেরপুুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-২ এর আমলি আদালত মেহেরপুরে উকিল
নোটিশের সূত্র ধরে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মোঃ তরিকুল ইসলাম মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারীর আদেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে দেবাশীষ বলেছেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭

কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।